ইত্তেফাক

তারিখ ... ২১।১২।৭৭ ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৪ ...

চিঠিপত্র

মতামতের জন্যসম্পাদক দায়ী নহেন

যমুনা নদী খনন প্রসঙ্গে

মেঘনা নদী থেকে যমুনা নদীটি নবীনগর থানাধীন সাদকপুরের মধ্য দিয়া গোপালপুর ও নাছিরাবাদ সাহেব নগরের পার্শ্ব দিয়া আঁকা-বাঁকা হইয়া প্রবাহিত হইয়াছে। ১৯৭৫ সনে কেয়ার (বাংলাদেশ)এর অধীনে খাদ্যের বিনিময়ে কাজ প্রকল্পে উক্ত নদীটি গোপালপুর মৌজা থেকে নাছিরাবাদ মৌজার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত পুনঃখনন করা হইয়াছিল। এতে অত্র এলাকার জনগণ অত্যাধিক উপকৃত হইয়াছে, যেমন গোপালপুর মৌজা সম্পূর্ণ ইরি-স্কীমে পড়িয়াছে। ফলে প্রতি একর জমিতে ১২০ থেকে ১৪০ মণ ইরি ধান উৎপন্ন হইতেছে। বর্তমানে যে খাল কাটার অভিযান চলিতেছে তাহাতে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইতিপূর্বে গোপালপুর মৌজার মধ্য ভাগ ও নাছিরাবাদ মৌজার মধ্যভাগ দিয়া পূর্বের খনন করা যমুনা নদীটি সম্পূর্ণ বাদ দিয়া দুইটি পৃথক পৃথক খাল কাটার জরিপ করা হইয়াছে। উক্ত এলাকায় নতুন খাল কাটা হইলে জনগণের উপকারের চেয়ে অপকারই হইবে বেশী।

যেমনঃ ক। গোপালপুর মৌজার ১২ একর ইরি জমি নষ্ট হইবে যার মূল্য ৯ লাখ ১২ হাজার টাকা। খ। নাছিরাবাদ মৌজার ৬ একর জমি নষ্ট হইবে যার মূল্য ৬ লাখ টাকা। গ। পূর্বে খনন করা যমুনা নদীটি জনগণের উপকারে আসিবে না। ঘ। নতুন খালটি খনন করিতে সরকারের অধিক অর্থ ব্যয় করিতে হইবে।

সুতরাং অত্র এলাকার গরীব কৃষকদের অপকার করিয়া যমুনা নদীটি পুনঃখনন না করিয়া নতুন খালটি কাটার অর্থ কি? এখানে আরো উল্লেখ করিতেছি যে, মেঘনা নদী দিন দিন ভাংগিয়া আমাদের গ্রামের এক কোয়ার্টার মাইল পর্যন্ত আগাইয়া আসিয়াছে। কিন্তু মেঘনা নদীটি যেভাবে ভাংগিয়া আসিতেছে তাহাতে ধারণা হয় অতি সত্বর এই গ্রামটি ভাংগিয়া নদীগর্ভে নিমজ্জিত হইয়া যাইবে।

অতএব সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট আকুল আবেদন, উক্ত এলাকা সরেজমিনে তদন্ত করিয়া যমুনা নদীটি পুনর্খননের নির্দেশ দিলে এলাকাবসিগণ বাধিত ও উপকৃত হইব।

সাহেবনগর গ্রামবাসীদের পক্ষে,—মোঃ মনোয়ার হোসেন ও ছায়েদুর রহমান।

এ কেমন আইন!

ঢাকা জেলার লৌহজং থানার থলাপাড়া, খিদিরপাড়া, মাইজ গাঁও ইত্যাদি মৌজার উপর দিয়া বালিগাঁও হইতে ঘোড়দৌড় পর্যন্ত যে খালটি আছে, তারই দক্ষিণপাড় সংলগ্ন খিদিরপাড়া গ্রামে ২৮৩ নং মৌজার ১ নং সীটের ৬২১ নং দাগে আমাদের বসত বাড়ীটি অবস্থিত। বসতবাড়ীর উত্তর পাশে ৬২২নং দাগে আমাদের জমি ছিল এবং তার উপর দিয়া পায়ে চলার একটি রাস্তাও ছিল। উক্ত রাস্তার উত্তর পাশে ৬২৩ নং দাগে সরকারী হালট ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে উক্ত হালটকে খালে পরিণত করায় আমাদের ৬২২ নং দাগের জমিও কাটা যায় এবং পায়ে চলার রাস্তাটিও বন্ধ হইয়া যায়। তদুপরি ১৯৭৬-৭৭ সনে শুধু দক্ষিণ পাড় কাটিয়া উক্ত খালের প্রস্থ ৩২ ফুট পর্যন্ত বর্ধিত করার ফলে আমাদের ৬২১ নং দাগের বসতবাড়ীও আংশিক কাটা যায় এবং পরবর্তী কালে ভাঙ্গার ফলে আমাদের বসতবাড়ীর প্রায় অর্ধাংশই খালে বিলীন হইয়া যায়। কারণ, খালের পাড় ভাঙ্গিয়া উহার প্রস্থ বর্ধিত হওয়াই প্রকৃতির নিয়ম। এবারও ইরি স্কীমের জন্য উক্ত খালের দক্ষিণ পাড় কাটিয়া উহার প্রস্থ বর্ধিত করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হইয়াছে। যদি তাই হয়, তাহা হইলে আমাদের উক্ত বসতবাড়ীর প্রায় সবটাই কাটা ও ভাঙ্গা যাইবে এবং আমরা ৮।১০টা পরিবার সম্পূর্ণ গৃহহীন হইয়া যাইব। আমাদের বসতবাড়ী বরাবর উক্ত খালের যে প্রস্থ আছে, ইরি-স্কীমের জন্য তাহাই যথেষ্ট বলিয়া আমরা মনে করি। তথাপিও আমাদের বসতবাড়ী বরাবর খালের প্রস্থ বর্ধিত করা যদি একান্তই প্রয়োজন হয়, তাহলে আমাদের বসতবাড়ী না কাটিয়া বরং বসতবাড়ী বরাবর উত্তর পাশের নিচু জমি ও পুকুর কাটা যাইতে পারে। কারণ উক্ত পুকুরে আমিও একজন অংশীদার।

অতএব, আমাদের বসতবাড়ী বরাবর জায়গাটুকুতে খালের প্রস্থ আরও অধিক বর্ধিত করিয়া আমাদের ৮/১০টি অসহায় পরিবারকে গৃহহীন না করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষের নিকট আকুল আবেদন জানাইতেছি।

অসহায় পরিবারের পক্ষে—আবদুল ওয়াদুদ মিয়া, খিদিরপাড়া, লৌহজং, ঢাকা।